ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৩৭২
আগরতলা, ২৩ অক্টোবর, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

গত ১৭ অক্টোবর তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় "ফায়ারের বোবা কন্ট্রোল রুমে অধরা ই আর এস এস সুবিধা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটির প্রতি অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। দপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে প্রকাশিত সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সংবাদের উদ্দেশ্যে অগ্নি নির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা দপ্তর তথা ত্রিপুরা সরকারের মানহানি ছাড়া আর কিছুই নয়। দপ্তর এই সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। প্রকৃত তথ্য নীচে তুলে ধরা হয়েছে।

ভারত সরকারের যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ১৯৬৬ সালের পয়লা জানুয়ারি ত্রিপুরা অগ্নি নির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা দপ্তরকে 66-88 মেগা হার্টস ব্যান্ড VHF (2) (ভি এইচএফ2) ব্যবহার করার লাইসেন্স প্রদান করেন যার নাম্বার হলো L 118। দপ্তরের জন্য অনুমোদিত ব্যান্ডটির ফ্রিকোয়েন্সি খুবই কম ক্ষমতার হওয়ায় বর্তমানে কোন কোম্পানি এই ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করার উপযোগী ওয়ারলেস সেট তৈরি করে না। তাছাড়া দপ্তরের কাছে থাকা পুরনো ওয়ারলেস সেট মেরামত করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ পাওয়া যায় না। সুতরাং অগ্নি নির্বাপক ও জরুরি পরিষেবা দপ্তরে ওয়ারলেসের যোগাযোগ অনেকটা কমে গেছে। বিকল্প হিসেবে প্রতিটি ফায়ার স্টেশনে মোবাইল সেট প্রদান করা হয়েছে, তাছাড়াও রয়েছে ল্যান্ডলাইন কানেকশন। সম্প্রতি বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য যাতে ল্যান্ডলাইন কানেকশনে বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য সকল ফায়ার স্টেশনে জেনারেটর সেট দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও প্রতিটি ফায়ার স্টেশনে ইমারজেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেম (ইআরএসএস) এর এমডিটি (এমডিটি) সেট সক্রিয় আছে। ইআরএসএস, ইন্দ্রনগর স্থিত কন্ট্রোল রুম এ কোন কল আসলে তা সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফায়ার স্টেশনে প্রেরণ করা হয়, তাই জরুরি পরিষেবা বন্ধ থাকার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করা হচ্ছে।

জেআরবিটি এর মাধ্যমে চাকুরিতে যোগদানকারী ১৬ জন এলডিসি এবং ৩৪ জন এম টি এস-কে প্রয়োজন অনুযায়ী উনোকোটি, ধলাই, গোমতী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভাগীয় ফায়ার অফিস গুলিতে এবং অধিকর্তা কার্যালয়ে এ পোস্টিং দেওয়া হয়েছে, কাউকে বসিয়ে রেখে বেতন দেওয়া হচ্ছে না।

*****